Vol. 39 | No. 2 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মধুসূদন ও ওভিদ

Volume	39
Issue	2
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mobashwer Ali
Published online	February 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v39i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v39i2.2
Pages	30-54
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মধুসূদন ও ওভিদ

মোবাশ্বের আলী

এক

মাইকেল মধুসূদন দত্ত *মেঘনাদবধ কাব্য* রচনা শেষে *বীরাঙ্গনা* কাব্যে হাত দেন। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুর নিকট লেখা এক চিঠিতে তাঁর এই গ্রন্থ রচনার কথা জানা যায়। সব মিলে ২১টি পত্রে তাঁর এই গ্রন্থ রচনার অভিপ্রায়। তবে তিনি লিখেছেন মাত্র ১১টি। পত্রগুলি এই :

> দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা; সোমের প্রতি তারা; দ্বারকানাথের প্রতি রুক্ষিণী; দশরথের প্রতি কেকয়ী; লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা; অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী; দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী; জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা; শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী; পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশী; নীলধ্বজের প্রতি জনা।

মেঘনাদবধ কাব্যে কবির আদর্শ গ্রীক মহাকবি হোমার এবং *বীরাঙ্গনা কাব্যে* রোমান কবি ওভিদ। *মেঘনাদবধ কাব্যে* মধুসূদন অনুসরণ করেছেন হোমারের ইলিয়ড, কিন্তু বীরাঙ্গনা কাব্যে ওভিদের *Heroides.*

ওভিদের *হিরোইদেস* কাব্যের নায়িকা চরিত্রগুলি আহৃত হয়েছে গ্রীক পুরাণ এবং গ্রীক ও রোমান সাহিত্য থেকে। ওভিদ (৪৩ খ্রি. পূ. - ১৭ খ্রি.) তাঁর কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন হাজার বছরের গ্রীক ও রোমান ঐতিহ্য থেকে। হোমারের মহাকাব্য, বিশেষত ট্রয় যুদ্ধের পটভূমিতে *হিরোইদেস*-এর অনেকগুলো পত্র রচিত।

ট্রয় যুদ্ধের প্রথম বলি প্রটেসিলাস ও তার ভাগ্যবিড়ম্বিতা পত্নী লাওডামিয়া; এই যুদ্ধের অন্যতম হেতু প্যারিস ও তার পত্নী ইনান, যুদ্ধের বীর নায়ক একিলিস ও তার রক্ষিতা ব্রিসিস, যুদ্ধের অন্যতম বীর ডেমোফোন ও তার রক্ষিতা ফিনিস ইত্যাদি এই কাব্যের উপজীব্য হয়েছে। আবার যুদ্ধশেষে স্বদেশ প্রত্যাগত ওডিসাস ও তার প্রতীক্ষাব্যাকুল পত্নী পেনিলোপকে নিয়ে পত্র রচিত হয়েছে। যুদ্ধশেষে ভাগ্যের সন্ধানে বিচরণরত বীর নায়ক ইনিস ও রাণী দিদোর প্রণয় কাহিনী এ কাব্যের উপজীব্য।

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর আরগনটদের প্রধান জেসেন ও তার যাদুকরী পত্নী মিডিয়াকে নিয়ে রচিত হয়েছে পত্র; বীর হারকিউলিস ও তার বঞ্চিতা পত্নী ডিয়ানিয়া, এথেন্সরাজ থেসিয়াস ও তার প্রত্যাখ্যাতা পত্নী *আরিআদনেকে* নিয়েও পত্র রচিত হয়েছে।

ওভিদের Heroides অথবা Heroirnes-এ দেখা যায়, নায়িকা নায়ককে উদ্দেশ্য করে পত্র লিখছে। পত্রগুলো যথাক্রমে :

> য়ুলিসিসের নিকট পেনিলোপ, ড়েমোফোনের নিকট ফিলিস, একিলিসের নিকট ব্রিসিস, হিপ্পোলিটাসের নিকট ফিড্রা, প্যারিসের নিকট ইনান, জেসেনের নিকট হিপসিপিলি, ইনিসের নিকট দিদো, অরেস্টিসের নিকট হারমিওনি, হারকিউলিসের নিকট ডিয়ানিরা, থেসিয়াসের নিকট আরিআদনে, মেকারিয়ুসের প্রতি কেনাস, জেসেনের প্রতি মিডিয়া, প্রটেসিলাসের প্রতি লাওডামিয়া, লিনসাসের প্রতি হাইপারমেনেস্ট্রা।

বলা হয়েছে, *বীরাঙ্গনা কাব্যে* মধুসূদনের আদর্শ ওভিদ। ওভিদকে অনুসরণ করে তিনি পত্রকাব্য রচনা করেছেন। তবে পত্রগুলোর উপাদান যুগিয়েছে ভারতীয় পুরাণ ও সাহিত্য, বিশেষত *রামায়ণ, মহাভারত* এবং কালিদাসের কাব্য। *রামায়ণ* অবলম্বনে তিনি লিখেছেন *দশরথের প্রতি কেকয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা, মহাভারত* অবলম্বনে *দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতি, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, নীলধ্বজের প্রতি জনা*। কালিদাসের কাব্য অবলম্বনে রচিত হয়েছে *দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশী*। ওভিদে যেমন ট্রয় যুদ্ধ, মধুসূদনে তেমনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কাব্যের উপাদান যুগিয়েছে। এই সকল পত্রকে বলা যায় একক উক্তিমূলক পত্র বা single epistle । মধুসূদন লিখেছেন ১১টি একক পত্র, ওভিদ ১৫টি। তবে ওভিদ আরও তিন জোড়া পত্র লিখেছেন— রমণীর নিকট পুরুষ এবং পুরুষের প্রতি রমণী। যেমন, *হেলেনের নিকট প্যারিস ও প্যারিসের প্রতি হেলেন; হিরোর নিকট লিন্ডার ও লিন্ডারের প্রতি হিরো; সিডিপির নিকট একনটিয়াস ও একনটিয়াসের প্রতি সিডিপি*। এই সকল পত্রকে দ্বৈত পত্র বা double epistle বলে অভিহিত করা যায়। মধুসূদন এই ধরনের পত্র রচনা করেননি।

ওভিদ ও মধুসূদন উভয়ে পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্য থেকে নায়ক-নায়িকা আহরণ করলেও চরিত্রগুলো সম্পূর্ণ নতুনরূপে উপস্থাপিত করেছেন— পত্রগুলো আলোচনা করার পূর্বে এ-কথা আমাদের সুস্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে। ওভিদের

পেনিলোপ হোমারের পেনিলোপ নয়, তেমনি মধুসূদনের তারা পুরাণের তারা নয়। ওভিদ যেমন গ্রীক পুরাণ ও সাহিত্য থেকে তেমনি মধুসূদন ভারতীয় পুরাণ ও সাহিত্য থেকে চরিত্রগুলো আহরণ করে স্বতন্ত্ররূপে ও নবমূর্তিতে চিত্রিত করেছেন। এখানে দুই কবির অভিনবত্ব।

দু'জনের মধ্যে মূল আবেগ প্রেম। *Heroides* এবং *বীরাঙ্গনা কাব্যে প্রেম* বিচিত্র বর্ণে বিচ্ছুরিত হয়েছে। নায়িকার আশা ও নিরাশা, সফলতা ও বিফলতা, প্রত্যাশা ও ব্যর্থতা, স্বপ্নবিলাস ও স্বপ্নভঙ্গ, সন্দেহ-সংশয়, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, আত্মরতি ও আত্মত্যাগ, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, ভালবাসা ও বৈরিতা এই সকল সূক্ষ্ম অনুভূতি দুই কবিই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন।

দুই

আলোচনার সুবিধার্থে ওভিদের একক পত্রগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

১. পতির প্রতি পত্নীর পত্র ;
২. প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার পত্র।

পতির প্রতি পত্নীর পত্রগুলো যথাক্রমে : (ক) য়ুলিসিসের প্রতি পেনিলোপ, (খ) প্যারিসের প্রতি ইনান, (গ) হারকিউলিসের প্রতি ডিয়ানিরা, (ঘ) থেসিয়াসের প্রতি আরিআদনে, (ঙ) জেসেনের প্রতি মিডিয়া, (চ) প্রটেসিলাসের প্রতি লাওডামিয়া, (ছ) হাইপারমেনেস্ট্রার প্রতি লিনসাস (জ) জেসনের প্রতি *হিপসিপিলি*।

(ক) *য়ুলিসিসের প্রতি পেনিলোপ* : গ্রীস দেশের অন্তর্গত ইথাকার রাজা ওডিসাস স্ত্রী পেনিলোপ ও শিশুপুত্র টেলিমেকাসকে রেখে ট্রয় যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। যুদ্ধে দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, যুদ্ধশেষে আরও দশ বছর যাচ্ছে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই ফিরে এসেছে, অথচ সতীসাধ্বী স্ত্রী পেনিলোপ স্বামীর জন্যে ব্যাকুলচিত্তে অপেক্ষা করে আছে।

যে শিশুপুত্র টেলিমেকাসকে ওডিসাস রেখে গিয়েছিল সে এখন হয়েছে তরুণ। উদ্বিগ্না পেনিলোপ তরুণ পুত্রকে পাঠিয়েছে পাইলসে ট্রয় যুদ্ধে অন্যতম অংশগ্রহণকারী নেস্টরের কাছে স্বামীর সংবাদ নেয়ার জন্যে। নেস্টরের কাছ থেকে টেলিমেকাসের ফিরে আসার পর থেকেই এই পত্রের সূচনা হয়েছে। এটি একটি সংকটমুহূর্ত, নিঃসন্দেহে।

পেনিলোপের ধারণা, তার স্বামীর প্রত্যাগমন বিলম্বিত হচ্ছে কোন প্রতিকূল অবস্থার জন্য নয়, নারী সংসর্গই স্বামীর বিলম্বের হেতু। যথার্থ বলতে, ওডিসাস

ফেরার পথে *কেলিপসো* ও সার্সি এই দুই নারীর সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে দীর্ঘ সময় যাপন করেছে।

অথচ এদিকে পেনিলোপ স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ওভিদ তাকে প্রতীক্ষাব্যাকুলা পতিগতপ্রাণা স্ত্রীরূপে চিত্রিত করেছেন। স্বামীর অবর্তমানে সে দীর্ঘকাল যে দুঃখ-যাতনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে এর কাছে ওডিসাসের বিপদসংকুল *ভ্রাম্যমাণের* জীবন অতিমাত্রায় তুচ্ছ হয়ে গেছে।

ওভিদের তুলিকায় পত্রের মধ্যে পেনিলোপ এক মহীয়সী নারীরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। অথচ হোমারের মহাকাব্যে পেনিলোপ নয়, ওডিসাস প্রাধান্য লাভ করেছে এবং কাব্যের শিরোনাম থেকে তা সুস্পষ্ট। কাব্যের সূচনা ওডিসাস দিয়ে, কাব্যের মধ্যে ওডিসাস এবং কাব্যটি শেষ হয়েছে ওডিসাসের প্রত্যাবর্তন দিয়ে। এই কাব্যে পেনিলোপ একটি সহায়ক চরিত্র মাত্র।

অথচ রোমান কবি ওভিদ গ্রীক বীরের দুঃসাহসিক অভিযাত্রার চাইতে এক নারীর হৃদয়ের দহনকে পত্রের মধ্যে অনেক বড় করে তুলেছেন। ফলে পত্রের মধ্যে পেনিলোপ নায়িকার মর্যাদা লাভ করেছে।

(খ) *প্যারিসের প্রতি ইনান* : জলপরী ইনানের বাসভূমি আইডা পর্বতের পাদমূলে। এই পটভূমিতে ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিসের তার সাথে পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয় ঘটে।

এরপর তাদের সুখের দাম্পত্য জীবনে দেখা দিল মহাবিপত্তি। সোনালি আপেলের বিচারকপদে নির্বাচিত হয়ে তার মহাসর্বনাশের সূচনা ঘটল। দেবীর বরে সে বিশ্বের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হেলেনকে অপহরণ করে নিয়ে এল বটে, কিন্তু এরই পরিণামে ঘটে সর্বনাশা ট্রয় যুদ্ধ।

স্বামীর যুদ্ধযাত্রার পটভূমিতে এই পত্রের সূচনা। ইনান নিশ্চিত স্বামী তার হেলেনের প্রতি আসক্ত ও অনুগত। স্বামী তার হেলেনের প্রতি অনুগত থাকলেও সে কিন্তু স্বামীর প্রতি আনুগত্য হারাবে না। স্বামীর প্রেম তার একমাত্র আশ্রয়। তার সর্বশেষ উচ্চারণ :

You are my hope. I deserve your aid : pity
This miserable maiden. My love
for you has not brought an army of Greeks and
I do not come in bloodied *armour*.
But yours I am, as yours I was when we were *young*.
let me be yours again and always. Hear my prayer.

(গ) *হারকিউলিসের প্রতি ডিয়ানিরা* : গ্রীস দেশের পৌরাণিক বীর হেরাক্লিস রোমান জগতে হারকিউলিস বলে পরিচিত। হারকিউলিসের বীরত্বের কোন তুলনা নেই। তার বীরত্বের মত প্রেমকাহিনীও বিচিত্র ও অভিনব। অভিযানের এক পর্যায়ে হারকিউলিস ক্যালিডন রাজকন্যা ডিয়ানিরার পাণিগ্রহণ করে। ডিয়ানিরা সমস্ত অন্তর দিয়ে বীর পতিকে গ্রহণ করে। কিন্তু পতি তার প্রাণঢালা ভালবাসা উপেক্ষা করে চলে যায় নতুন জীবনে।

এই সংকট মুহূর্তে ডিয়ানিরা স্বামীকে উদ্দেশ্য করে পত্র লিখছে। স্বামী তার বিচিত্র অভিযানে নানা নারীর আকর্ষণে আকর্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বামীর স্মরণে রাখা উচিত ছিল বিবাহ বন্ধনকালের *শপথ*। তার আরো মনে হয়, স্বামী এই শপথবাণী বিস্মৃত হয়ে *আওল* এবং *অমফাল* এই দুই রমণীর প্রতি আকর্ষিত হতে পারে।

উল্লেখ্য, স্বামী ব্যতীত ডিয়ানিরার দ্বিতীয় কোন অস্তিত্ব নেই। স্বামীকে ধ্যান করেই সে বেঁচে আছে। স্বামীই তার ধ্যান ও জ্ঞান। আওল-র জন্য তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এতে তার নিজের যতটুকু ক্ষতি হবে এর চাইতে অনেক বেশি হবে বীর স্বামীর। এ-কথা ভেবেই সে বিচলিত হয়ে উঠেছে। স্বামী তার— যাকে লোকে বীর হারকিউলিস বলে জানে— লোকের কাছে এক হাস্যকর চরিত্র বলে প্রতিভাত হবে। আর তা ডিয়ানিরার কাছে খুবই দুঃখজনক।

ভাবতে অবাক লাগে, হাবকিউলিস তার প্রতি অন্যায় করেছে, এ-কথা সে একবারও উচ্চারণ করেনি। স্বামী লোকের কাছে তামাসার পাত্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, এ-কথা ভেবেই সে বিচলিত হয়ে উঠেছে।

বলা প্রয়োজন, পৌরাণিক কাহিনীতে আছে আওল-এর প্রতি ঈর্ষাকাতরা ডিয়ানিরা হারকিউলিসকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে। অথচ ওভিদ ডিয়ানিরাকে অভিনবরূপে চিত্রিত করেছেন। পত্রে দেখা যায়, সে স্বেচ্ছায় আত্মত্যাগের উদ্যোগ নিয়েছে। তাই স্বামী এবং পুত্র *হাইলাসের* নিকট বিদায় গ্রহণ করছে এই বলে :

To you my lord, farewell,— how I hope it can be;
and at last to Hyllaus, my son, I say farewell.

(ঘ) *থেসিয়সের প্রতি আরিআদনে* : হেরাক্লিস বা হারকিউলিসের মতোই থেসিয়াসও গ্রীক পুরাণের একজন মস্ত বড় বীর এবং তার বীরত্বের কাহিনী নিয়ে নানা উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে একটি উপাখ্যান হল এই : এথেন্সে এসে থেসিয়াস জানতে পারল, এই নগরী থেকে প্রতি নয় বছর অন্তর সাতজন

তরুণ ও তরুণীকে ক্রীট দ্বীপে পাঠাতে হয়। ক্রীটের রাজা মিনস এই কঠিন শর্ত আরোপ করেছে পুত্র এন্ডোগেমাসকে হত্যার ক্ষতিপূরণস্বরূপ।

থেসিয়াস এথেন্সে আসার আগে দু'বার তরুণ-তরুণীদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পাঠানো হয়েছে। এখন তৃতীয়বারের পালা। এথেন্সের ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে যায়। কেননা এই সকল তরুণ-তরুণীদের ক্রীটে নিয়ে গিয়ে একটি গোলক ধাঁধায় বন্দী করে রাখা হয়। আবার এই গোলকধাঁধায় আছে মিওনটর নামে এক দানব। এখানে একবার প্রবেশ করলে বেরুবার সহজ কোন পথ নেই। ফলে মৃত্যু নিশ্চিত।

ক্রীটে পৌঁছাবার পর ক্রীটরাজকন্যা আরিআদনে থেসিয়াসকে দেখে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেলল। ফলে মিওনটরকে হত্যা করে গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় বাতলে দিল। প্রেমবতী আরিআদনের সহায়তায় থেসিয়াস দানবটিকে হত্যা করে গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে এল, তারপর আরিআদনেকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে পালিয়ে এল। তারপর পথিমধ্যে ডিয়া দ্বীপে পৌঁছে ঘুমন্ত আরিআদনেকে তীরে ফেলে থেসিয়াস চলে গেল।

কেন থেসিয়াস চলে গেল, এই রহস্যের মীমাংসা আজও হয়নি। পরিত্যক্তা আরিআদনে এই সংকট মুহূর্তে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে পত্র লিখছে। সে প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছে। সে স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে এবং বিনিময়ে পিতৃরাজ্যকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিনিময়ে সে হয়েছে পরিত্যক্ত।

তার দুর্ভাগ্য যে সে এক চতুর ও স্বার্থপর পুরুষের ছলনা, প্রতারণা, মিথ্যাচার ও অশুভ বুদ্ধির শিকার হয়েছে। এখন অশ্রু সিক্ত হয়ে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। এখন এই বঞ্চিতা নারী অশ্রু সিক্ত হয়ে স্বামীর কাছে সর্বশেষ প্রার্থনা করছে :

By these tears, tears produced by what you have done,
turn your ship, take another tack, sail
back swiftly. And if I die before you return,
it will be you who carries my bones from this place.

পত্রে দেখা যায়, মৃত্যুতেও এই পতিপ্রাণা নারীর স্বামীই একমাত্র ভরসা ও অবলম্বন। অথচ আরিআদনের পরিণতি ভিন্নতর। থেসিয়াস কর্তৃক পরিত্যক্ত হবার পর দেবতা ডায়োনিসাস এসে তাকে বিয়ে করে। তারপর তাদের সুখের দাম্পত্য জীবনে সে স্বামীকে বেশ কয়েকটি সন্তান-সন্ততি উপহার দেয়।

ওভিদ আরিআদনের এই পরিণতিকে পত্রে ভিন্নতর রূপ দিয়েছেন। মধুসূদনের মধ্যেও পৌরাণিক কাহিনীর নবরূপায়ণ লক্ষ করা যায় এবং তা কাব্যসৌন্দর্যের জন্যেই।

(ঙ) *জেসনের প্রতি মিডিয়া* : গ্রীক পুরাণে 'আরগনটদের কাহিনী' বিশেষ একটি অধ্যায়। আর্গো জাহাজে করে প্রাচ্যজগতে বিচরণ করতে এসে আরগনটদের নেতা জেসনের সাথে রাজকুমারী ও যাদুকরী মিডিয়ার পরিচয়, প্রণয় ও পরিণতি গ্রীক পুরাণে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

সোনালি পশমের খোঁজে আরগনটরা এসে পৌঁছে কোলচিজ-এ। কোলচিজের রাজা এইটিস প্রথমে সোনালি পশম দিতে রাজি হয়নি। রাজার শর্ত, সোনালি পশম পেতে হলে তাকে কতকগুলো কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। আর এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ নয়। আবার সোনলি পশম ড্রাগন দ্বারা সুরক্ষিত।

রাজকন্যা মিডিয়া তার প্রেমে পড়ে। মিডিয়ার যাদুবলে সে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তারপর এই যুগল সোনালি পশম নিয়ে কোলচিজ থেকে পালিয়ে আসে।

পালিয়ে আসার সময় মিডিয়া ছোট ভাইকে সাথে করে নিয়ে আসে। রাজা তাদের অনুসরণ করলে মিডিয়া ছোট ভাইকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দেয়। রাজা অন্ত্যেষ্টির জন্যে শরীরের টুকরোগুলো যোগাড় করতে লেগে যায় বলে তার পক্ষে তাদের অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। এই অবসরে মিডিয়া জেসনের সাথে জাহাজে করে পালিয়ে যায়।

আওলকস-এ এসে মিডিয়া স্বামীকে সিংহাসনে বসাবার জন্যে বৃদ্ধ রাজা পেলিয়াসকে হত্যা করে। ফলে তারা হয় নির্বাসিত।

নির্বাসনের জীবনে কারিন্থে এসে যাদুকরী মিডিয়ার প্রতি স্বামীর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। কেননা মিডিয়া বর্বর দেশের অধিবাসিনী এবং *কোন* গ্রীকের পক্ষে বর্বর স্ত্রী গ্রহণ করা ভয়ানক নিন্দনীয় ব্যাপার। তাই জেসন রাজা ক্রীয়নের সাথে একটা আঁতাত করে। রাজকন্যা গ্লুক্লে-কে বিয়ে করে সে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবে। মিডিয়া তাকে দুটি পুত্রসন্তান উপহার দিলেও সে বর্বর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর।

যাদুকরী মিডিয়া প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে রাজা ও রাজকন্যা, এমন কি নিজের পুত্রদেরও হত্যা করে— স্বামীকে শাস্তি দেয়ার জন্যে।

মিডিয়ার এই কাহিনী গ্রীক নাট্যকার য়ুরিপিদেস নাট্যরূপ দিয়েছেন। মিডিয়াকে তিনি দেখেছেন অশুভর মূর্তিমতী প্রতীক এক প্রতিহিংসাপরায়ণা

নারীরূপে। কিন্তু ওভিদ অন্যান্য নায়িকার মতো তাকেও দেখেছেন এক দুঃখিনী নারীরূপে। মিডিয়া সভ্য সমাজের নয়। সে প্রাচ্যদেশীয় এক বর্বর নারী। সভ্য সমাজের রীতি-নীতি তার জানা না থাকতে পারে, কিন্তু প্রেমের প্রবল আবেগ, ভালোবাসার প্রচণ্ড তৃষ্ণা তার মধ্যে বর্তমান। আর এই প্রেমাবেগের জন্যেই সে মস্তবড় ত্যাগ স্বীকার করেছে। পিতৃরাজ্য ও প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করে চিরকালের মতো অজানার পথে পা বাড়িয়েছে, নিজ হাতে নিজের ভাইকে বলি দিয়েছে।

অথচ এই ত্যাগের বিনিময়ে সে পেয়েছে প্রতারণা। প্রতারণার শিকার হয়ে সে জীবনের প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। প্রতারিত মিডিয়া স্বামীর আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। কেননা যে তাকে প্রতারিত করেছে তার প্রতি সে প্রতিশোধ নেবেই। স্বামী এক রাজকন্যাকে অঙ্কশায়ী করবে, এ তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই সে উচ্চারণ করছে :

That you will have life, that you can take to wife
one who comes with regal rank, that you
can be ungrateful to me, you owe to me.
Listen well — but why should I tell your
future ? My wrath labours to bear all my threats.
I will not hesitate to follow
wherever that anger leads, you can be sure.

মিডিয়ার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা উহ্য রেখে ওভিদ পাঠকের জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত রেখেছেন, এখানেই পত্রটিতে নাটকীয়তা সঞ্চারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ওভিদের অপর কোন নারী চরিত্র মিডিয়ার মতো প্রতিহিংসাপরায়ণা নয়।

(চ) *প্রটেসিলাসের প্রতি লাওডামিয়া* : দাম্পত্য প্রেম যে কত গভীর ও পবিত্র হতে পারে, এর চরম উৎকর্ষ লক্ষ করা যায় এই পত্রে। ট্রয় যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে এই পত্রটি। দৈববাণীতে বলা হয়েছিল, ট্রয় যুদ্ধে গ্রীক সেনাদের মধ্যে প্রথম যে ট্রয়ের মাটিতে পদার্পণ করবে, তারই ঘটবে প্রথম মৃত্যু। সত্যি দেখা গেল, প্রটেসিলাস হল এই যুদ্ধের প্রথম শিকার। কেননা, সে-ই ট্রয়ের মাটিতে প্রথম পা দেয়।

যুদ্ধযাত্রাকালে প্রটেসিলাস পত্নী লাওডামিয়াকে গৃহে রেখে যায়। স্বামীর অনুগতপ্রাণা স্ত্রী লাওডামিয়ার বিরহ-কাতরতা ফুটে উঠেছে পত্রটির ছত্রে ছত্রে। সত্যিকারের যে প্রেম তা প্রণয়ীর জন্যে জাগিয়ে তোলে আশঙ্কা। আর এই যে শঙ্কা তা লাওডামিয়া প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদে অনুভব করছে।

তার পত্রে এক ট্রজান বীরের উল্লেখ আছে, যে সারা দিনের যুদ্ধশেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে গৃহে ফিরে এসে প্রেয়সী পত্নীর বাহুডোরে ধরা দেয় এবং প্রেমের আলিঙ্গনে বীরযোদ্ধা সকল ক্লান্তি-শ্রান্তি ভুলে যায়।

প্রত্যাশা ব্যাকুলা লাওডামিয়া সমস্ত মন দিয়ে স্বামীর জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে। বিরহিণীর জীবনে স্বামীর মঙ্গলই তার একমাত্র কামনা।

Let one brief request be the close of my letter
if you have any care for me, care for yourself.

স্বামীর কল্যাণ ব্যতীত আর কিছু তার কাম্য হতে পারে না। মহৎ প্রেমের এই ধর্ম। ত্যাগের মধ্যেই প্রেম সার্থকতা পেতে চায়।

পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, স্ত্রীর কান্নায় বিচলিত হয়ে দেবতারা মৃত প্রটেসিলাসকে মাত্র তিনঘণ্টার জন্যে মরলোকে লাওডামিয়ার কাছে আসার অনুমতি দেয়। এই সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। তারপর স্বামীসঙ্গ অনন্তকালের জন্যে লাভ করতে চেয়ে পতিপ্রাণা লাওডামিয়া আত্মঘাতী হয়।

মহৎ প্রেমের জন্যে এই আত্মবিসর্জনকে পত্রের মধ্যে ওভিদ নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মধুসূদনের পত্রগুলোতে এই নাটকীয়তা লক্ষণীয়।

(ছ) *জেসনের প্রতি হিপসিপিলি* : আরগনটদের সাথে জেসন লেমনস রাজ্যে এসে পৌছায়। এই রাজ্যের রাণী হিপসিপিলি। রাজ্যের রমণীরা সকল পুরুষকে হত্যা করে ফেলে। কেবল রাণী হিপসিপিলি পিতাকে বাঁচিয়ে দেয়। এরপর আরগনটরা এলে লেমনসের রাণী ও রমণীরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়, বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্ম লাভের জন্যে।

রাণী হিপসিপিলি জেসনের প্রতি আসক্ত হয়। দেবদেবী সাক্ষী রেখে তাদের প্রথাসম্মতভাবে বিয়েও হয়। এরপর হিপসিপিলি গর্ভধারণ করে।

হিপসিপিলির নিকট বিদায় নিয়ে জেসন ও আরগনটরা নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। বিদায় মুহূর্তে জেসন পত্নীর নিকট প্রতিশ্রুতি দেয় যে, আবার ফিরে আসবে। সেই আশায় হিপসিপিলি দিন গুণছে। ইতোমধ্যে সে দুটি যমজ সন্তান লাভ করেছে।

প্রতীক্ষাকাতর হিপসিপিলির কানে গুজব এসেছে, জেসন যাদুকরী মিডিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে শয্যাসঙ্গী করেছে। এ-কথা শোনার পর সে জেসনকে উদ্দেশ্য করে পত্র লিখতে বসেছে।

তার মধ্যে দ্বৈধ মনোভাব— জেসনের প্রতি একদিকে আকর্ষণ, অপরদিকে ঘৃণা। জেসনকে সে ভালোবাসে, কিন্তু স্বামীর কর্মকাণ্ড তার মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক

করেছে। যাবার সময় সে কথা দিয়েছিল আবার ফিরে আসবে। এ-কথা না রেখে বরং সে এক যাদুকরীর মোহপাশে আবদ্ধ হয়েছে। তাই প্রবঞ্চক স্বামী তার মধ্যে প্রচণ্ড ঘৃণার উদ্রেক করেছে।

আর যে যাদুকরী তার কাছ থেকে স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তার প্রতিও সে অভিশাপবাক্য উচ্চারণ করে। ওভিদের এই পত্রটিতে প্রবঞ্চক স্বামী ও তার প্রণয়ীর প্রতি হিপসিপিলি যেরূপ উচ্চকণ্ঠ হয়েছে তেমনি অন্যান্য পত্রে বড় একটা দেখা যায় না। মধুসূদনের *'নীলধ্বজের প্রতি জনা'*-পত্রে জনাকে স্বামীর প্রতি এরূপ উচ্চকণ্ঠ হতে দেখা যায়।

তিন

মধুসূদনের *বীরাঙ্গনা কাব্যে* পতির উদ্দেশ্যে পত্নীর পত্রগুলো হল :

(ক) অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী; (খ) দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা; (গ) শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী; (ঘ) নীলধ্বজের প্রতি জনা; (ঙ) দশরথের প্রতি কেকয়ী; (চ) দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী; (ছ) জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা।

(ক) *অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী* : পতির জন্যে বিরহাতুর পত্নীর আবেগ নিয়ে ওভিদ পত্র লিখেছেন। যেমন য়ুলিসিসের প্রতি পেনিলোপ, হেরাক্লিসের প্রতি ডিয়ানিরা, প্রটেসিলাসের প্রতি লাওডামিয়া। তেমনি মধুসূদনও বিরহাতুর পত্নীর অনুভূতি নিয়ে পত্র রচনা করেছেন। *অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী*-পত্রে এই আবেগ রূপ পেয়েছে।

পঞ্চপাণ্ডবের বধূ দ্রৌপদী। অথচ সকল পাণ্ডবের মধ্যে মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনকে সে প্রাণের চাইতে বেশি ভালোবাসে। অর্জুন বীরশ্রেষ্ঠ। বনবাসের জীবনে অর্জুন সুরলোকে যায় শত্রুনিধনের জন্য। স্বামীর আগমন বিলম্বিত হবার দরুণ পতিপ্রাণা দ্রৌপদীর বিরহ-বেদনা প্রবল আকার ধারণ করে। এই পটভূমিতে আলোচ্য পত্রের সূচনা।

সমস্ত অন্তর দিয়ে দ্রৌপদী স্বামীকে ভালোবাসে। আর এতো জানা কথা, ভালোবাসার সাথে ঈর্ষা সম্পর্কান্বিত। ওডিসাসের বিলম্ব দেখে ঈর্ষাতুরা পেনিলোপের ধারণা হয়েছে, কোন দুর্যোগ নয়, নারী-সংসর্গই এই বিলম্বের হেতু। তেমনি দ্রৌপদীরও ধারণা, স্বর্গপুরীতে কোন অপ্সরার মোহপাশে আবদ্ধ হয়ে স্বামীর প্রত্যাগমন বিলম্বিত হচ্ছে। তাই তার অন্তরে এই সংশয় দেখা দিয়েছে,—

কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি
বেঁধে থাকে মনঃ বঁধূ, ...,

তবু সে বলছে, যুবতী স্ত্রী একাকিনী রাখা সমীচীন নয়। তাই তার প্রত্যাশা পত্রের জবাব না দিয়ে প্রিয়তম স্বামী যেন সশরীরে হাজির নয়।

মহাভারত অবলম্বনে মধুসূদন এই পত্রটিতে এক বিরহাতুর নারীকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করেছেন এবং এক্ষেত্রে ওভিদ তাঁর আদর্শ হয়েছে।

(খ) *দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা* : কালিদাসের *'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'* নাটকে শকুন্তলা এক বিশাল আয়তন লাভ করেছে। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের সাক্ষাৎ, প্রণয়, পরিণয় থেকে শুরু করে রাজদরবারে স্বামী কর্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান এবং ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনে সন্তানবতী শকুন্তলার তপস্যার মধ্য দিয়ে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ, মহাকবি কালিদাস এই চরিত্রটিকে পূর্ণ অবয়বে চিত্রিত করেছেন। এ কারণে কবিগুরু গ্যেটে বলেছেন, কালিদাসের নাটকে একই সাথে মর্ত্য ও স্বর্গের সন্ধান মেলে।

কিন্তু মধুসূদন পত্রের স্বল্প পরিসরে শুধু বিরহাতুরা প্রেমময়ী নারীর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এর মধ্যে আছে প্রেমের মাধুর্য, সৌন্দর্য, উৎকণ্ঠা, অভিমান, অভিযোগ, সংশয়, বেদনা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ। শকুন্তলার হৃদয়ের বিচিত্র আবেগকে মধুসূদন বিচিত্র মাত্রায় নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। ফলে স্বল্প পরিসরে শকুন্তলা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

(গ) *শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী* : শকুন্তলার পত্রে যেমন প্রেমের সূক্ষ্ম অনুভূতি উজ্জ্বল তেমনি আলোচ্য পত্রে প্রেমের মহিমা গাঢ় হয়ে উঠেছে।

মহাভারতের একটি পরিচিত উপাখ্যান অবলম্বনে মধুসূদন এই পত্রটি রচনা করেছেন। শাপভ্রষ্ট অষ্টবসুর আকুল ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে দেবী জাহ্নবী মানবীরূপ ধারণ এবং রাজা শান্তনুকে পতিত্বে বরণ করে। তবে বিবাহকালে দেবী একটি শর্ত আরোপ করে। আর তা এই যে তার কাজে স্বামী বাধা দিতে পারবে না, বাধা দিলে সাথে সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বর্গে ফিরে যাবে।

শান্তনুর ঔরসে জাহ্নবী একে একে আটটি সন্তান লাভ করে। প্রতিটি সন্তান জন্মাবার পর নবজাতককে জাহ্নবী গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে আসে। সাতটি সন্তানের বিসর্জন যন্ত্রণা শান্তনু প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ রেখে নীরবে সহ্য করেছে। কিন্তু অষ্টম সন্তানের সময় সে স্ত্রীকে একাজে বাধা দেয়। স্বামী প্রতিশ্রুতিভঙ্গ করল বলে পুত্রকে সাথে নিয়ে জাহ্নবী স্বামিগৃহ চিরকালের মতো ত্যাগ করে চলে যায়।

বিরহাতুর শান্তনুর জীবন দুঃখে ভরপুর হয়ে ওঠে। রাজকার্যে মনোনিবেশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে গঙ্গাতীরে নির্জনে একাকী বিচরণ করে উন্মাদের মতো। এভাবে কেটে যায় দিনের পর দিন।

ইতোমধ্যে অষ্টম পুত্র দেবব্রত বড় হয়ে উঠেছে। জাহ্নবী বিরহাতুর স্বামীর কাছে তরুণ পুত্রকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। পত্রের সূচনায় জাহ্নবী বিগত দিনগুলোর বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছে, অতীতের কথা স্মরণ করে লাভ নেই। সেই দিনগুলো কখনও আর ফিরে আসবে না। বরং অতীতকে ভুলে গেলেই নতুন করে বাঁচা সম্ভব হবে। অতীত শুধু যন্ত্রণা দেবে। তাই এখন শান্তনুর উচিত অতীতকে ভুলে গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করা।

অবস্থা বিপর্যয়ে জাহ্নবী শান্তনুকে ত্যাগ করে চলে গেলেও শান্তনুর জন্যে তার রয়েছে অপরিসীম দরদ, অনুকম্পা ও সহানুভূতি। তাদের মধ্যে এখন যে ব্যবধান সে হল স্বর্গ ও মর্ত্যের। তবু তাদের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছে এ দেবব্রত।

দেবব্রতের মাধ্যমে পত্র পাঠিয়ে জাহ্নবী স্বামীকে অনুরোধ করেছে, এই পুত্রকে যেন সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করা হয়। সন্তানের সফলতার মধ্য দিয়েই জাহ্নবী দেবীর মাতৃজীবন সফল হয়ে উঠবে।

একটি সংলাপে আছে, ভাবী প্রজন্মের মাধ্যমেই প্রেম পরিপূর্ণতা অর্জন করে। আলোচ্য পত্রটিতে এই তত্ত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায়। দেবব্রত, *মহাভারতে* যে ভীষ্ম নামে পরিচিত, এর মাধ্যমেই জাহ্নবী ও শান্তনুর প্রেম পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

(ঘ) *নীলধ্বজের প্রতি জনা* : নারী জীবনের চরম সার্থকতা যে বাৎসল্যে, আলোচ্য পত্রে তা আবার রূপ পেয়েছে।

মহাভারতের এই উপাখ্যানটি অতি পরিচিত। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ। নানা দেশ ঘুরে অর্জুন মাহেশ্বরী পুরীতে এল। মাহেশ্বরীর রাজা নীলধ্বজ তার একমাত্র পুত্র প্রবীর; যজ্ঞের- অশ্ব ধরলে যুদ্ধ বাধে এবং অর্জুন তরুণ প্রবীরকে হত্যা করে।

এরপর দেখা যায়, নীলধ্বজ পুত্রহন্তা অর্জুনকে রাজপুরীতে সংবর্ধনার আয়োজন করছে। শুধু তাই নয়, মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ নীলধ্বজ অর্জুনের সাথে হস্তিনাপুরেও যেতে সম্মত হয়েছে।

স্বামীর এরূপ আচরণ জনার জন্যে অতীব দুঃখের, বিশেষত সে যখন একমাত্র পুত্রের শোকে কাতর। তার জীবনের সংকটমুহূর্তে পত্রের সূচনা। সুতরাং পত্রটি একটি নাটকীয় মুহূর্তে উন্মোচিত হয়েছে। ওভিদেরও প্রায় প্রতিটি পত্রের উন্মোচন নাটকীয়ভাবে।

এই পত্রে সদ্য পুত্রহারা মাতার সমস্ত বেদনা, জ্বালা-যন্ত্রণা, হাহাকার, ক্ষোভ ও অভিমান প্রচণ্ড হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বামীর প্রতি তার ক্ষোভ ও ক্রোধ জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে। সাথে সাথে স্বামীর প্রতি বিদ্রূপ বাক্যও উচ্চারিত হয়েছে :

তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু— মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি রতনে।
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে ?

এই বিদ্রূপ-উক্তির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে স্বামীর প্রতি আকণ্ঠ ঘৃণা, অপরদিকে তেমনি রূপ পেয়েছে পুত্রের জন্য অপরিসীম মমত্ববোধ। পুত্রহারা জনার আশ্রয় কোথায়! যে স্বামী ছিল তার আশ্রয় বা অবলম্বন, সেই স্বামীই তাকে প্রবঞ্চিত করেছে একমাত্র পুত্রের হন্তাকে রাজসংবর্ধনা দিয়ে। তার এই শূন্য পৃথিবীতে আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। তাই পত্রের শেষে স্বামীর প্রতি জনার উচ্চারণ 'যাচি চির বিদায় ও পদে!' তার ট্র্যাজিক পরিণতির আভাস দেয়।

(ঙ) *দশরথের প্রতি কেকয়ী* : নীলধ্বজের প্রতি জনা-পত্র *মহাভারত* থেকে কিন্তু দশরথের প্রতি কেকয়ী পত্র *রামায়ণ* থেকে গৃহীত হয়েছে। একদিক দিয়ে *নীলধ্বজের প্রতি জনা* পত্রের সাথে *দশরথের প্রতি কেকয়ী* পত্রের একটা সাদৃশ্য আছে। উভয় পত্রে বাৎসল্য মৌল আবেগ।

সত্যসন্ধ দশরথ কেকয়ীর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার পুত্র ভরতকে যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত করা হবে। এই প্রত্যাশায় কেকয়ীর দিনগুলো কাটছে। অথচ রামচন্দ্রকে যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত করা হচ্ছে দেখে তার সকল আশা ভেঙে যায় এবং সে স্বামীর প্রতি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র পত্রটিতে তার জ্বালা-হাহাকার ফুটে উঠেছে এবং শেষে স্বামীর প্রতি সে এই অভিশাপবাণী উচ্চারণ করছে :

থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল। দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে আজি : দেখিব নয়নে
তব আশা বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি ?

এই অভিশাপবাণী উচ্চারণ করে কেকয়ী ক্ষান্ত হয়েছে। জনা স্বামীর প্রবঞ্চনার বিনিময়ে নিজেই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। অথচ গ্রীক নায়িকা মিডিয়া স্বামীর অন্যায় অপরাধের সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছে এবং জেসনকে এ-কথা জানাতেও বিন্দুমাত্র সংকোচবোধ করে নি। ভারতীয় নারী কেকয়ী ও জনা এবং গ্রীক নারী মিডিয়ার মধ্যে মৌল ব্যবধান রয়েছে, এ-কথা

অবশ্যস্বীকার্য। ফলে ওভিদের নায়িকা এবং মধুসূদনের নায়িকা ভিন্নতর হতে বাধ্য।

(চ) *দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী* : ওভিদের Heroides-এ দেখা যায়, ট্রয়ের যুদ্ধ কোন কোন পত্রের পটভূমিরূপে এসেছে। তেমনি মধুসূদনের *বীরাঙ্গনা কাব্যের* কোন কোন পত্রে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কাব্যের পটভূমিরূপে নির্মিত হয়েছে। যেমন, *দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী*-পত্র।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুই পক্ষ— কুরু ও পাণ্ডব। উল্লেখ্য, কুরু ও পাণ্ডব জ্ঞাতি। কুরুপক্ষের প্রধান ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডবদের প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে এই যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। দুর্যোধন-পত্নী ভানুমতী লক্ষ্য করেছে, পাণ্ডবদের প্রতি কুরুরা আদৌ ন্যায়-নীতির পরিচয় দেয় নি। সুতরাং এই অন্যায় যুদ্ধ পরিহার করে স্বামী যেন ন্যায়ের পথে ফিরে আসে— স্বামীর নিকট এক ন্যায়ব্রতা পত্নীর এই আবেদন।

ভানুমতীর মধ্যে শুভবুদ্ধির সাথে স্বামীর প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষাই কার্যকর হয়েছে। কেননা সে স্বপ্নে দেখেছে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বামীর উরুভঙ্গ। স্বামীর অমঙ্গল হবে বিবেচনা করেই সে স্বামীকে অন্যায় সমর হতে নিবৃত্ত করতে চাইছে এবং পাণ্ডবদের পাঁচটি গ্রাম দিয়ে সন্ধি করতে বলছে :

এস তুমি, প্রাণনাথ রণ পরিহারি।
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী।
কি অভাব তব, কহ? তোষ পঞ্চ জনে।

ভানুমতীর মধ্য দিয়ে এক ন্যায়বতী কল্যাণকামিনী রমণীর চিত্রই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

(ছ) *জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা* : কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পটভূমিতে এই পত্রটিও রচিত। ভানুমতী কৌরবদের বধূ এবং দুঃশলা কৌরব-কন্যা। তার স্বামী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আত্মীয়তার সূত্রে এই সর্বনাশা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

পতিব্রতা দুঃশলার কাছে সমগ্র ভারতবর্ষের চাইতে পতি অনেক বড়। আর সে জানে তার ভাই দুর্যোধন অন্যায় সমরে লিপ্ত। এই অন্যায় সমরে দুর্যোধনের স্বার্থ থাকতে পারে, কিন্তু তার স্বামীর কি স্বার্থ আছে ? তাই এই অন্যায় রণ পরিহার করে স্বামীকে রাজধানীতে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করছে। জয়দ্রথ যদি তাকে ভুলে থাকে, তবু যেন সন্তানকে না ভোলে :

ভুলে যদি থাক মোরে, ভুলনা নন্দনে
সিন্ধুপতি।

সন্তানবতী দুঃশলা স্বামী ও সন্তান নিয়েই সুখী হতে এবং ন্যায়ের পথে বিচরণ করতে চায়। এখানেই দুঃশলার সাথে ভানুমতীর সাদৃশ্য মেলে। তবে নাটকীয়তার দিক দিয়ে *দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী* যতখানি **উজ্জ্বল** *জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা* ততখানি নয়।

চার

ওভিদের *Heroides*-এ প্রণয়িনী প্রণয়ীর প্রতি এই পত্রগুলি লিখেছে: (ক) ডেমোফোনের প্রতি ফিলিস, (খ) একিলিসের প্রতি ব্রিসিস, (গ) ইনিসের প্রতি দিদো, (ঘ) অরেস্টিসের প্রতি হারমিওনি, (ঙ) হিপ্পোলিটাসের প্রতি ফিড্রা, (চ) ফেয়নের প্রতি স্যাফো।

(ক) *ডেমোফোনের প্রতি ফিলিস* : এক বঞ্চিতা নারীর হৃদয় উজাড় করা কাহিনী এই পত্রে রূপ পেয়েছে। থ্রেইসের রাজকন্যা ফিলিস। ট্রয় যুদ্ধের পর গ্রীক সেনাবাহিনী যখন ফিরে আসছে সে-সময় ঝড়ে ডেমোফোনের জাহাজ ভাসিয়ে নিয়ে যায় থ্রেইসে। ডেমোফোন হল এথেন্সরাজ থেসিয়াস তনয়। থ্রেইসে পৌঁছে ডেমোফোন প্রথম দর্শনেই রাজকন্যা ফিলিসের প্রতি আকর্ষিত হয়। তারপর পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার শপথ নিয়ে রাজকন্যার কৌমার্য হরণ করে।

এরপর থ্রেইসের রাজা ডেমোফোনকে রাজ্য দিতে চায়। কিন্তু ডেমোফোন তা প্রত্যাখ্যান করে থ্রেইস থেকে চলে আসে। বিদায় মুহূর্তে ডেমোফোন ফিলিসের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করে যে, সে অল্প কিছুদিনের মধ্যে ফিরে আসবে।

শেষ অবধি বিরহিণী ফিলিস উপলব্ধি করে যে, তার প্রণয়ী আর কোনদিন ফিরে আসবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে তার পক্ষে প্রণয়ীর প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা সে হয়নি, বরং সে আত্মহননের পথ নির্বাচন করেছে। বিষপানে, তরবারি দিয়ে অথবা গলায় ফাঁস দিয়ে—যেভাবেই হোক—মৃত্যুকে সে ত্বরান্বিত করবে এবং তার সমাধিলিপিতে খোদিত থাকবে এই কয়টি কথা :

'Demophon killed Phyllis : a guest, he stole love
and by his theft caused the death that came from her hand.

সুতরাং ফিলিস নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য শেষ অবধি নিজেকেই দায়ী করেছে।

(খ) *একিলিসের প্রতি ব্রিসিস* : একিলিস ট্রয় যুদ্ধের বীর নায়ক। ট্রয়ের মিত্র রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম লিরনেসিয়াস। যুদ্ধের সূচনায় একিলিস এই মিত্র রাজ্য আক্রমণ করে রাজ্য এবং রাজপরিবার ধ্বংস করে দেয়, একমাত্র রাজকন্যা ব্রিসিস ব্যতীত। তারপর রাজকন্যা ব্রিসিসকে রক্ষিতারূপে গ্রহণ করে।

অপরদিকে রাজা আগামেমনন এপোলোর মন্দিরের পুরোহিত ক্রাইসেস কন্যা ক্রাইসিসকে বন্দিনী ও রক্ষিতা করে। পুরোহিত আগামেমননের কাছে কন্যার মুক্তির আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হলে দেবতার কাছে নালিশ জানায় ও বিচার প্রার্থনা করে।

এপোলো গ্রীকদের মধ্যে প্লেগ ছড়িয়ে দিলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তারা সমাধান খোঁজে। একিলিস আগামেমননকে অনুরোধ করল যেন ক্রাইসিসকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। আগামেমনন ক্রাইসিসকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হল বটে, কিন্তু বিনিময়ে ব্রিসিসকে জোর করে নিয়ে এল। একিলিস ব্রিসিসকে দিতে বাধ্য হল একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, কারণ সে ব্রিসিসকে ভালোবেসে ফেলেছিল। বীর একিলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর ব্রিসিস প্রণয়ীকে উদ্দেশ্য করে এই পত্র রচনা করে।

এই পত্র রচনার মূলে ব্রিসিসের একমাত্র অভিপ্রায়, একিলিস যেন তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। সে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে দয়িতের সাথে একটা স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলে চায়। তার ধারণা প্রেম স্থায়িত্ব খোঁজে। কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রেমসম্পর্ক স্থায়ী হতে দেখা যায় না।

আবার সে খুব অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আছে। এর প্রধান কারণ একিলিস গ্রীক, অথচ সে বর্বর নারী, তদুপরি বন্দিনী। সুতরাং সে ভয়ানক শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আছে এবং নিজের অধিকার নিশ্চিত করার কোন উপায় তার জানা নেই।

বর্বর নারীর সাথে সভ্য পুরুষের প্রেম অসম। সে তো একিলিসকে সকল প্রাণ-মন দিয়ে ভালোবাসে। কিন্তু সে জানে না একিলিস তাকে কতখানি ভালোবাসে।

একিলিস তার প্রভু, আর সে ক্রীতদাসী। ক্রীতদাসী হয়েও সে প্রভুকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। দাসত্বের বন্ধনের মধ্যেও সে প্রেমের ফল্গুধারা বইয়ে দিয়েছে।

পত্রের ছত্রে ছত্রে এই হৃদয়-বেদনা ফুটে উঠেছে। পিতৃরাজ্য ধ্বংস হবার সাথে সাথে সে তার মানবতা হারিয়েছে। এখন সে আর মানুষ নয়, একটা অস্থাবর সম্পত্তি। তাকে যে কেউ, একিলিস বা আগামেমনন প্রয়োজনে ব্যবহার করবে, তারপর প্রয়োজন সাধিত হলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তার তো নিজস্ব মর্যাদা বলতে কিছু নেই। সে নিছক প্রয়োজনের সামগ্রী, একটা অস্থাবর সম্পত্তি।

সে দেখেছে তার সুখের জগৎ একবার ধ্বংস হয়ে গেছে। একিলিসকে নিয়ে সে সুখের জগৎ আবার নির্মাণ করতে চায়। তাই দয়িতের নিকট তার দীন আবেদন :

But I beg you, whether you decide to remain
or leave, be my lord, command that I go to you

ভাগ্যবিড়ম্বিতা ব্রিসিস জানে না, একিলিসকে সে কোনদিন ফিরে পাবে না। এক ব্যর্থ বিড়ম্বিত নারীর হৃদয়-বেদনা পত্রটিতে ফুটে উঠেছে।

(গ) *ইনিসের প্রতি দিদো* : ট্রয় যুদ্ধের পর যুদ্ধের বীরনায়ক ইনিস তার সঙ্গীদের নিয়ে ইতালির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ইনিস নিয়তি নির্দিষ্ট যে তার থেকে রোমান জাতি গঠিত হবে এবং তার বংশধরেরা রোম নগর প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু দেবী জুনোর কোপদৃষ্টির ফলে পথিমধ্যে তার যাত্রা বিলম্বিত হয় এবং একসময় আফ্রিকার কার্থেজে তার জাহাজ গিয়ে পৌঁছে।

সে-সময় কার্থেজের রাণী দিদো। ইনিসের মা দেবী ভেনাস ছদ্মবেশে তাকে দেখা দিয়ে দিদোর কাহিনী বলে। রাণী দিদোর নেতৃত্বে আফ্রিকার উপকূলবর্তী এই অঞ্চলে সম্প্রতি টায়ার থেকে অধিবাসীরা এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। টায়ারের যুবরাজ সাইকায়ুসের সাথে দিদোর বিয়ে হয়। সাইকায়ুসের মৃত্যুর পর তার ভাই পিগমেলিয়ন স্বৈরতন্ত্রের প্রবর্তন করলে দিদোর নেতৃত্বে টায়ারের কতিপয় নাগরিক কার্থেজে এসে নতুন বাসভূমি তৈরি করে।

কার্থেজে এলে পর বিধবা রানী দিদো ইনিসকে অভ্যর্থনা জানায় এবং একে অপরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। দিদো প্রকাশ্যভাবে ইনিসের সাথে বাস করতে থাকে, যেন সে ইনিসের পরিণীতা। এরপর দেবতা এসে ইনিসকে তার নিয়তি স্মরণ করিয়ে দেয়। তার উত্তরপুরুষ হবে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

দেবআজ্ঞায় ইনিস যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়, অবশ্য গোপনে। দিদো কোনক্রমে এই সংবাদ জানতে পেরে তার কাছে উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটে আসে। কিন্তু ইনিসের মধ্যে আবেগের কোন প্রকাশ লক্ষ করা যায় না। সে রাণীকে বলে যে, তারা বিবাহিত নয় এবং সত্যিকারের অনুভূতি যাই হোক না কেন, কর্তব্যের খাতিরে তাকে ইতালি যেতেই হবে। দিদোর প্রেম-কাতর হৃদয়ের আবেদন ব্যর্থ হয়।

ইনিস সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রার আয়োজনে যখন ব্যস্ত তখন দিদো ক্রোধ ও আশাভঙ্গে উন্মাদিনীপ্রায়। সে বারবার বোন আনাকে ইনিসের কাছে পাঠায় প্রেমের আবেদন জানিয়ে। কিন্তু কঠোরপ্রাণ ইনিস সকল কোমলতা পরিহার করে নতুন জীবনের পথে এগিয়ে যায়।

আর প্রবঞ্চিত দিদো হৃদয়ের সকল জ্বালা দিয়ে এই শোকপত্র রচনা করে। দয়িতকে সে তো সব কিছু দিয়েছে। উষ্ণ হৃদয় দিয়ে আশ্রয় দিয়েছে, ভালোবাসা

দিয়েছে। তাকে স্বামীরূপে বরণ করতে চেয়েছে, এমনকি সিংহাসনও দিতে চেয়েছে।

দয়িতকে কাছে রাখার কত না প্রচেষ্টা সে করেছে! কিন্তু তার হৃদয়ের সকল আবেদন ব্যর্থ হয়েছে। এখন তার পক্ষে আত্মহননের পথ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই পত্রের শেষে সে উচ্চারণ করছে :

When I have been consumed by the flames
do not write, 'Elissa, wife of Sychaeua,
but in the marble of my tomb, carve
'From Aeneas came a knife and the cause of death,
from Dido herself came the blow that left her dead.'

প্রবঞ্চিতা দিদো চিতায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে। কিন্তু তার যে সমাধিলিপি রচিত হবে এর মধ্যে তার স্বামীর কোন পরিচয় থাকবে না, থাকবে শুধু এইটুকু লেখা: ইনিসের ছুরিকা দিয়ে সে আত্মঘাতিনী হয়েছে।

ওভিদ পত্রে এক বঞ্চিতা নারীর হৃদয়-বেদনাকে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করেছেন। ভার্জিলের মহাকাব্যে দিদো ও ইনিসের কাহিনী মহাকাব্যিক বিশালতা পেয়েছে।

(ঘ) *অরেস্টিসের প্রতি হারমিওনি* : হারমিওনি হল টেন্টালাসের বংশধর হেলেন ও মেনিলাস কন্যা। হেলেন যখন প্যারিসের সাথে পালিয়ে যায় তখন সে মাত্র নয় বছরের বালিকা।

এর কিছুকাল পর গ্রীক সৈন্যরা যখন ট্রয়যুদ্ধে যাত্রা করে, সে-সময় তার সাথে অরেস্টিসের বিয়ের কথা হয়। অরেস্টিসও সে-সময় বালক মাত্র, তারই বয়সী।

গ্রীক বাহিনী ট্রয় অবরোধ করেছে। মেনিলাস কিশোরী হারমিওনিকে এ্রকিলিস তনয় পিরাস-এর সাথে বিয়ের উদ্যোগ নেয়।

হারমিওনি জানে, সে অরেস্টিসের বাগদত্তা। সুতরাং অন্য কোন পুরুষের সাথে তার বিয়ে কি করে হতে পারে ? তার জীবনের এই সংকটকালে এই পত্রের সূচনা।

হারমিওনি নিশ্চিত, প্রেম বিবাহের পূর্বশর্ত এবং প্রেমের পরিণতি ঘটে বিবাহে অর্থাৎ বিবাহের মাধ্যমে প্রেমের পূর্ণতা ঘটে।

সে যখন এই পত্র লিখছে, এর আগেই অরেস্টিস মাতা ও মাতার প্রণয়ী ঈজিসথাসকে হত্যা করেছে— পিতা আগামেমননের হত্যার প্রতিশোধে। এখন হারমিওনি অরেস্টিসকে অনুরোধ করছে আরও একটি হত্যা করার জন্যে- পিরাসকে হত্যা, যে পিরাস তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। অরেস্টিস যদি এই হত্যাকাণ্ডে অসমর্থ হয়, তাহলে সে তাকে সাহায্য করতে রাজি।

হারমিওনির ধারণা তার জীবন হচ্ছে ব্যর্থ ও বিড়ম্বিত। ছেলেবেলায় সে মাকে হারিয়েছে, তারপর বাবাও যুদ্ধে চলে গেছে। মা-বাবা কাউকে কাছে পায়নি। এই বয়সে যার সাথে তার বিয়ে ঠিক হয় তাকে পাবার উপায় নেই। সে একজনের বাগদত্তা, অথচ অন্যের সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে— এমন লোক যাকে সে চেনে না, জানে না। সুতরাং ভালবাসার প্রশ্ন অবান্তর।

হারমিওনি তার নিয়তির বিরুদ্ধে নালিশ করে। তার অসহায় অবস্থা অতিমাত্রায় প্রকট। এক বিরূপ পরিবেশে সে এক অবলা নারী।

তার এই অসহায়তা পত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে ঠিক জানে না অরেস্টিসের সাথে তার বিয়ে হবে কিনা, অথবা তাকে মৃত্যুর কোলে চিরশায়িত হতে হবে :

I shall die in youth or I, Tantalus' daughter,
shall be the wife of a man born of Tantalus.

এই পত্রের আদলে মধুসূদন *দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী* রচনা করেছেন। রুক্মিণী কৃষ্ণগতপ্রাণ, অথচ তার ভাই শিশুপালের সাথে তার বিয়ে স্থির করেছে। সুতরাং কৃষ্ণের প্রতি তার অনুরোধ: প্রবেশি এ দেশে, হর মোরে! ভারতীয় রুক্মিণী তাকে অপহরণের কথা বলেছে আর গ্রীক নারী হারমিওনি প্রেমিককে প্ররোচিত করেছে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করার জন্যে। এখানেই ভারতীয় ও গ্রীক জীবনবোধের মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

(৬) *হিপ্পোলিটাসের প্রতি ফিড্রা* : এথেন্সরাজ থেসিয়াস ও তার রক্ষিতা *আমাজন* হিপোলিটের পুত্র হিপ্পোলিটাস। এরপর থেসিয়াস বিয়ে করে ক্রীটরাজ মিনস কন্যা ফিড্রাকে।

ফিড্রা সতীন পুত্র তরুণ হিপ্পোলিটাসের প্রতি প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়। কিন্তু হিপ্পোলিটাস দারুণ ঘৃণাভরে এই প্রেম প্রত্যাখ্যান করে।

ক্রোধান্ধ ফিড্রা আত্মঘাতী হয় এবং মৃত্যুর আগে একটি চিঠি লিখে যায় এই মর্মে যে হিপ্পোলিটাস তার সতীত্বহানি করেছে।

থেসিয়াস কুপিত হয়ে পুত্রকে শুধু নির্বাসনে পাঠাল না, সমুদ্ররাজ পসিডনের অভিশাপও দিল। ফলে হিপ্পোলিটাস যখন সমুদ্রের ধার দিয়ে রথে করে যাচ্ছিল সে-সময় একটি বিরাট আকৃতির ষাঁড় সমুদ্র থেকে উঠে আসে। তাই রথের অশ্ব ভয় পেলে লাফিয়ে ওঠে এবং হিপ্পোলিটাস রথ থেকে পড়ে যায়। রথের চাকার তলে সে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

হিপ্পোলিটাসের মৃত্যুর পর থেসিয়াস যথার্থ ঘটনা দেবী ডায়ানার কাছ থেকে জানতে পারে।

এই পৌরাণিক কাহিনী ভিত্তি করে য়ুরিপিদেস নাটক লিখেছেন আর ওভিদ লিখেছেন পত্র।

ওভিদ ফিড্রার মধ্যে এক দুরন্ত বাসনা লক্ষ করেছেন। প্রেমাবেগে অন্ধ ফিড্রা কবির সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়েছে, যেমন মধুসূদনের তারা। তারার প্রতিও মধুসূদন সহানুভূতিশীল। ওভিদ ফিড্রার মধ্যে কলুষ-কামনা লক্ষ করেননি, বরং ফিড্রার অশ্রু দেখে আকুল হয়েছেন। ব্যর্থ ফিড্রা হিপ্পোলিটাসকে লক্ষ করে বলছে:

I mingle my prayer with weeping : you are reading
my words, I beg you, try to imagine my tears.

(চ) *ফেয়নের প্রতি স্যাফো* : ওভিদের সকল পত্র পৌরাণিক পটভূমিতে রচিত, একমাত্র এই পত্রটি ব্যতীত। স্যাফো খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের গ্রীক মহিলা কবি। গ্রীক মহিলা কবিরূপে তিনি শীর্ষে বিরাজমান।

গ্রীসদেশের লেসবসে তাঁর জন্ম। প্রাচীনকালে তিনি মহিলা কবিরূপে বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেন। আবার আদি কবি হোমারের পরেই তাঁর স্থান হয়। এমনকি, হোমারের সঙ্গেও তাঁর নাম সমস্বরে উচ্চারিত হতে দেখা যায়।

তিনি মহিলা কবিদের একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁকে অনুসরণ করে মহিলা কবিরা কবিতা লিখতে শুরু করেন। শুনলে অবাক মনে হবে, ২৬০০ বছরের মধ্যে বিশ্বের মহিলা কবিদের মধ্যে কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে নি।

তিনি হোমারের সাথে একাসনে বসার উপযোগী, সমালোচক শিরোমণি এরিস্টটল এই অভিমত স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রনায়ক *সোলন* তাঁর গীতিকবিতা শুনে মুগ্ধ ও অভিভূত হন। প্লেটোর সংলাপ ফিড্রাস-এ তাঁকে *দশম মিউজ* বলে অভিহিত করা হয়েছে।

লেসবসের এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। সেখানে রাজনীতির ঝড় উঠলে তিনি সিসিলির সিরাকুজে চলে আসেন এবং এখানেই আমৃত্যু বাস করেন।

সিরাকুজে তিনি তরুণীদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী বা Thiasos গড়ে তুলেন। তাঁর জীবনে ও কবিতায় এই সকল তরুণী প্রাধান্য লাভ করেছে।

অথচ স্যাফো এই পত্রটি রচনা করেছেন তরুণ প্রণয়ীকে উদ্দেশ্য করে যে তাঁর চাইতে বয়সে অনেক ছোট। স্যাফো অভিজাত ঘরের রমণী। অথচ তিনি আকর্ষিত হলেন খেয়ার মাঝি *ফেয়নের* প্রতি। *ফেয়ন তাঁকে অন্যান্য নারী থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে বলেছে, অথচ সে নিজেই তাঁকে ত্যাগ করে চলে এসেছে। যে*

পুরুষোচিত সৌন্দর্যে তিনি অভিভূত হয়েছেন তা এখন মিলিয়ে গেছে। স্যাফোর অভিযোগ, ফেয়ন শুধু নিজেই যায় নি, যাবার সময় সাথে করে নিয়ে গেছে তাঁর কবিতা রচনার সকল প্রেরণা। স্যাফো আরো বলতে চেয়েছেন, প্রেম যেমন দেশ, কাল ও জাতির সীমানা মানে না, তেমনি বয়সের সীমানাও মানতে চায় না। একই কথা বলেছে ফিড্রা। তবে ফিড্রার মতো স্যাফোর বাসনা চরিতার্থ করার মতো ক্ষমতা নেই। তাই তাঁর জীবনে মৃত্যু দেখা দিতে পারে মুক্তিরূপে :

Cruel though it must surely be to tell me this woe
and I will find my fate in Leucadia's waves

ওভিদের কাব্যে এই একটি অপৌরাণিক কাহিনী স্থান পেয়েছে। কিন্তু মধুসূদনের *বীরাঙ্গনা কাব্যে* পৌরাণিক বাতীত অপর কোন কাহিনী স্থানলাভ করেনি।

পাঁচ

মধুসূদনের *বীরাঙ্গনা কাব্যে* প্রণয়ীর প্রতি প্রণয়িনীর পত্র হল :

(ক) দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, (খ) লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা, (গ) পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশী, (ঘ) সোমের প্রতি তারা।

(ক) *দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী* : *ভাগবত* থেকে মধুসূদন এই কাহিনী নিয়েছেন। কৃষ্ণের প্রতি কুমারী রুক্মিণী সকল দেহ-মন-প্রাণ অর্পণ করেছে। অথচ যৌবন সমাগমে তার ভাই যুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। রুক্মিণীর জীবনের এই সংকটকালে পত্রের সূচনা। দয়িতের নিকট তার প্রার্থনা :

আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্দ্ধর তুমি
মুরারি।

ভারতীয় নারী তাকে উদ্ধার করার জন্যে দয়িতের নিকটই আবেদন করছে।

(খ) *লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা* : বলা হয়েছে উনিশ শতকের মানবতার কবি মধুসূদন রাক্ষসদের মানবরূপে বিবেচনা করেছেন। ফলে রাক্ষস রমণী শূর্পণখার বিরহ-বেদনা মানবীয়রূপে প্রতিভাত হয়।

রাক্ষসরাজ রাবণ-ভগ্নী শূর্পণখা বালবিধবা। তার নিঃসঙ্গ জীবনে বনবাসী লক্ষ্মণের আগমন প্রবল আবেগের সঞ্চার করে। প্রেমবতী শূর্পণখার দয়িতের নিকট আকুল আবেদন :

কর দয়া মোরে,
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে।

এবং চোখের জলে সিক্ত হয়ে শূর্পণখা লক্ষ্মণের নিকট এই পত্র লিখছে। শূর্পণখার মধ্য দিয়ে মধুসূদন এক প্রেমাকুলা নায়িকার পরিচয় স্পষ্ট করে তুলেছেন।

(গ) *পুরূরবার প্রতি উর্বশী : লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা* পত্রের উপাদান যুগিয়েছে বাল্মিকীর *রামায়ণ* আর পুরূরবার প্রতি উর্ব্বশী পত্রের উপাদান মধুসূদন আহরণ করেছেন কালিদাসের *বিক্রমোর্বশী* নাটক থেকে। নাটকের উপজীব্য সংক্ষেপে এই : একদা উর্বশী কুবের ভবন থেকে ফেরার সময় কেশী দৈত্য তাকে আক্রমণ করে। সে-সময় মহারাজ পুরূরবা দৈত্যকে বধ করে উর্বশীকে উদ্ধার করে। বীর পুরূরবার প্রতি নটীর চিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। তাই দেখা যায়, দেবসভায় নাট্যাভিনয়কালে অসাবধানতাবশত উর্বশী পুরূরবার নাম উচ্চারণ করে। ফলে নাট্যাচার্য ভরতের অভিশাপে উর্বশী স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে পুরূরবার নিকট আসে এবং উভয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়।

মধুসূদন নাটক নয়, লিখেছেন পত্র, অথচ পত্রটি শুরু করেছেন একটি নাটকীয় মুহূর্ত থেকে। স্বর্গচ্যুতা উর্বশী। কারণ সে দেবসভায় অভিনয়কালে মর্ত্যমানব পুরূরবার নাম উচ্চারণ করেছে। কবিপত্রে স্বর্গভ্রষ্টা উর্বশীর উদ্ধারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার মাধ্যমে কিভাবে উর্বশীর চিত্তে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে, তাও জানা যায়।

কেশী দৈত্যকে বধ করে বিপন্না উর্বশীকে পুরূরবা প্রাণে বাঁচিয়েছে। ফলে এই বীরপুরুষের প্রতি উর্বশী সকল প্রাণ-মন অর্পণ করেছে। দয়িতের নিকট দয়িতার আবেদন :

উর্ব্বীধামে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্ব্বীশ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে।

অর্থাৎ, হে রাজন, এই পৃথিবীতে এখন উর্বশীকে আশ্রয় দাও। দাসী হয়ে সে নিত্য রাজপদে সেবা করবে আর প্রজা হয়ে যত্ন করবে।

উর্বশীর প্রেমের মধ্যে একটি সেবার ভাব লক্ষণীয়। ভারতীয় নারীর প্রেমে এই লক্ষণটি সুস্পষ্ট, কিন্তু গ্রীক নারীর মধ্যে নয়। তাই ওভিদের নারী চরিত্রে এই সেবার ভাবটি তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি।

(ঘ) *সোমের প্রতি তারা* : দেবগুরু বৃহস্পতি। তার নিকট সোমদেব শিক্ষালাভের জন্য আসে। এই তরুণ শিক্ষার্থীর প্রতি বৃহস্পতি পত্নী তারা আকৃষ্ট হয়। পুরাণের এই কাহিনীকে মধুসূদন পত্রের উপজীব্য করেছেন।

পাঠশেষে সোমদেব যখন চলে যাবে, প্রণয়ীর সাথে সাক্ষাতের আর কোন অবকাশ হবে না, ঠিক সেই মুহূর্তে তারা প্রণয়ীকে উদ্দেশ্য করে এই পত্র লিখতে শুরু করে। এই পত্রের ছত্রে ছত্রে এক নারী-হৃদয়ের প্রেমাবেগ ব্যক্ত হয়েছে।

এই পত্রে যে তারার পরিচয় মেলে সে পৌরাণিক তারা, উনিশ শতকের এক রোমান্টিক নায়িকা। মধুসূদন এই তারার চরিত্র নতুন রূপে সৃষ্টি করেছেন, যেমন করে তিনি অপর সকল চরিত্র নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন।

ছয়

বলা হয়েছে, *বীরাঙ্গনা কাব্য* রচনায় মধুসূদনের আদর্শ ওভিদ। মধুসূদন এই কাব্যে ভারতীয় নারীদের প্রেমময় রূপ চিত্রিত করেছেন। তাদের আবেগ বা অনুভূতি রূপায়ণ করতে গিয়ে বাঙালি কবি প্রায় দু'হাজার বছর আগের রোমান কবি ওভিদকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। এর অন্যতম হেতু এই যে প্রেমচিত্র অঙ্কনে ওভিদ যতখানি নিপুণ, তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বড় একটা মেলে না।

ওভিদের প্রথম গ্রন্থ *loves*. এই গ্রন্থে তিনি প্রেমের বিশ্লেষণ করেছেন এবং স্পষ্টত বলেছেন, 'chastity is absence of opportunity'.

প্রেমতত্ত্ব নিয়ে তাঁর গ্রন্থ হল *The Art of love*. এর মধ্যে প্রেমের সূক্ষ্ম তত্ত্ব নির্ণীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে আছে, পুরুষ কি করে নারীর হৃদয় জয় করবে। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে কি করে নারীকে বশে রাখা যায়। তৃতীয় খণ্ড রচিত হয়েছে নারীকে লক্ষ করে। নারী কি করে পুরুষকে বশীভূত করে রাখবে, এর বিবরণ আছে এই খণ্ডে।

প্রেমশিল্প বা *The Art of love* এর পর ওভিদ লিখেছেন *The remedies of love*. এর মধ্যে পুরুষদের বলা হয়েছে, কি করে প্রেমরোগ থেকে বাঁচা যায়, যেমন বই পড়ে, ভ্রমণ করে অথবা প্রেমিকার দোষগুলো বার বার স্মরণ করে। এই গ্রন্থে তিনি পুরুষদের বলেছেন, প্রেম সম্পর্কে সতর্ক হওয়া এবং কবিতা পাঠ থেকে বিরত থাকার জন্যে।

প্রেমের ক্ষেত্রে ওভিদ এতই পারঙ্গম যে মধ্যযুগের য়ুরোপে চিকিৎসকগণ প্রেমরোগ উপশমে তাঁর গ্রন্থ পাঠ করার উপদেশ দিয়েছেন। আর উনিশ শতকের বাংলাদেশে মধুসূদন প্রেমচিত্র অঙ্কনে ওভিদকে অনুসরণ করবেন, গ্রীক ও লাতিন ঐতিহ্যে লালিত কবির পক্ষে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ওভিদ পত্রাবলির উপাদান আহরণ করেছেন গ্রীক পুরাণ এবং গ্রীক ও রোমান সাহিত্য থেকে। আর মধুসূদন পত্রাবলির উপাদান সংগ্রহ করেছেন ভারতীয় পুরাণ

ও সাহিত্য থেকে। ওভিদের কাছে গ্রীক মহাকবি হোমার যেমন, মধুসূদনের কাছে তেমনি ভারতীয় মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বাল্মীকি, কালিদাস অবলম্বিত হয়েছেন।

ওভিদের কোন কোন পত্র ট্রয় যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে, তেমনি মধুসূদনে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পটভূমিরূপে এসেছে।

রোমান ও বাঙালি উভয় কবির পত্রে দেখা যায় পত্র লিখছে পত্নী বা প্রেমিকা পতি বা প্রেমিকের নিকট। এগুলো সব একক পত্র বা single epistle. তবে ওভিদে দেখা যায়, তিনটি দ্বৈত পত্র বা double epistle আছে। এই সকল পত্র প্রথম লিখছে পুরুষ নারীর নিকট, পরে নারী উত্তর দিচ্ছে। যেমন (১-ক) হেলেনের নিকট প্যারিস, (১-খ) প্যারিসের নিকট হেলেন; (২-ক) হীরোর নিকট লিন্ডার, (২-ঘ) লিন্ডারের নিকট হীরো; (৩-ক) সিডিপির প্রতি একনটাস, (৩-খ) একনটাসের প্রতি সিডিপি।

কিন্তু মধুসূদন এরূপ কোন দ্বৈত পত্র লেখেননি বা তাঁর এ-ধরনের পত্র লেখার অভিপ্রায় ছিল বলেও জানা যায় না।

ওভিদ ও মধুসূদন উভয়ের কাব্যে প্রেম প্রধান উপজীব্য এবং প্রেমের দুটি রূপ— একটি অহংবোধমূলক, অপরটি আত্মত্যাগমূলক— চিত্রিত হয়েছে। অবশ্য প্রেমের এই দুই রূপ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত এবং একটি থেকে অপরটিকে স্বতন্ত্র করে দেখা যায় না। যে নারী প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, জীবনের কোন মুহূর্তে নিজের সুখ বা স্বার্থ তার কাছে প্রধান হয়ে উঠতে পারে। মিডিয়া জেসনের জন্যে মস্ত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে। আবার সেই মিডিয়াই জেসনের চরম সর্বনাশ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। ওভিদে দেখা যায়, প্রেমের কি বিচিত্র রূপ! মিডিয়ার মতো এরূপ জটিল নারী চরিত্রের পরিচয় অবশ্য মধুসূদনে পাওয়া যায় না। বলা যায়, মিডিয়ার মতো জটিল চরিত্রের সাক্ষাৎ মধুসূদন ভারতীয় পুরাণ বা সাহিত্যে পাননি। অপরপক্ষে, গ্রীক পুরাণ ও সাহিত্য ওভিদের জন্য বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

তবে দুজনের নারী চরিত্রই জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। সে তুলনায় বলা যায়, পুরুষ চরিত্রগুলো অনেকটা নেপথ্যে বা অন্তরালে রয়ে গেছে। ফলে পুরুষ চরিত্রগুলো নারী চরিত্রের তুলনায় কম পরিস্ফুট হয়েছে।

এ সূত্রে একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ্য। দুই কবি পত্রলেখকরূপে পুরুষকে নির্বাচিত না করে কেন নারীকে নির্বাচিত করলেন? হয়তো পুরুষের তুলনায় নারী অনেক বেশি মাত্রায় আবেগপ্রবণ।

নারী-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-বেদনা, উল্লাস-অবসাদ, বিলাস-ব্যর্থতা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গ, আনন্দ-যাতনা এই সকল সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতি দুই কবির কাব্যে স্তরে স্তরে উন্মোচিত হয়েছে।

তাই দু'হাজার বছর আগে লেখা লাটিন কবি ওভিদের নারী চরিত্রগুলো আজও আমাদের কাছে জীবন্ত বলে মনে হয়। তেমনি উনিশ-শতকের বাংলাদেশের কবি মধুসূদনের শকুন্তলা বা উর্বশী দু'হাজার বছর পরেও ভাবী কালের মানুষের চিত্তে আবেদন জাগাবে বৈকি!

গ্রন্থপঞ্জি

মধুসূদন রচনাবলী, ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ৯, একাদশ মুদ্রণ, ১৯৯০

মধুসূদন ঃ সাহিত্য প্রতিভা ও শিল্পী-ব্যক্তিত্ব, দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ সম্পাদিত, পুথিপত্র, কলিকাতা ৯, ১৯৮৬

মধুসূদন ও নবজাগৃতি, মোবাশ্বের আলী, মুক্তধারা, ঢাকা ১১০০ চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৮৭

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস মহাভারত, রাজশেখর বসু কৃত সারানুবাদ, সরকার অ্যান্ড সনস, প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা ১২, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৬৫

মাইকেল মধুসূদন : জীবন ও সাহিত্য, সুরেশ চন্দ্র মৈত্র, পুথিপত্র, কলিকাতা ৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫

A History of Latin Literature, Dimsdale, M.S., Books For Libraries Press, New York, Reprinted 1971

Homer, The Odyssey Fitzgerald, R. Trans. Doubleday & Co, New York, 1961

The greek Myths (2 Vols.), Graves, R., Penguin Books Ltd. London Reprinted 1957

Mythology, Hamilton, E., Penguin Books Ltd., New York, 1969

The Roman Way, Hamilton, E., Penguin Books Ltd. New York, 1969

Ovid, Heroides, Isbell, H. (Trans.), Penguin Books Ltd, New York, 1990

Homer, The Iliad, Lattimore, R. Trans., University of Chicago Press, Chicago, 1951

World Literature (Vol. 1), Trawick, B.B., Barnes & Noble, Lnc, New York, 1955